আপনার উদ্ভাবনী ধারণা
শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা

অগ্রযাত্রা ২০২০

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আপনার উদ্ভাবনী ধারণা
শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা

অগ্রযাত্রা ২০২০

মে ২০২০

প্রকাশনায়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রণয়নে

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ আতাউর রহমান, সহঃ পরিচালক (সাঃ প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মোসাম্মদ রোখসানা হায়দার, শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব নিরঞ্জন কুমার রায়, শিক্ষা অফিসার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদনায়

চীফ ইনোভেশন অফিসার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ইনোভেশন অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ

ইভেন্টকম
৩৫/সি, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
www.eventcommbd.com

সূচীপত্র...

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী	০৩
সচিব মহোদয়ের বাণী	০৪
মহাপরিচালকের বাণী	০৫
ইনোভেশন টিমের উদ্দেশ্যসমূহ	০৬
ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম	০৬
উদ্ভাবনী চর্চা বিকাশে আমরা আছি আপনার পাশে	০৭
২০১৬-১৭ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান	০৮
২০১৬-১৭ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণা	০৯
২০১৭-১৮ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান	১০
২০১৭-১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণা	১০
২০১৯-২০ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান	১১
২০১৯-২০ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী ধারণা	১১
মেন্টরিং	১২
কো-মেন্টরিং	১৩
২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য আইডিয়া সমূহ	১৫
চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প	১৭
জাতীয় পর্যায়ে স্কেলআপকৃত উদ্ভাবন	১৮
আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন	১৮
বহিঃবাংলাদেশ ছুটি	২৩
নন গেজেটেড কর্মচারীদের চিকিৎসা ছুটি	২৫

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী

'আপনার উদ্ভাবনী ধারণা, শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা' প্রতিপাদ্যটি সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'অগ্রযাত্রা ২০২০' নামে স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'র অঙ্গীকারসহ বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে বিবর্তনমূলক সকল আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকে জাতীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপবিক পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের মাধ্যমে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। প্রাথমিক শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর এই অসামান্য অবদানকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। এ ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে দেশে বিদ্যমান ২৬,১৯৩টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যা-লয় জাতীয়করণ করেন যা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গতানুগতিক ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তন করে সকল নাগরিকের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অধিকতর জনবান্ধব এবং সহজলভ্য করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন সেলের অনুপ্রেরণায় সারাদেশে নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা দাপ্তরিক জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সেবার মান উন্নীতকরণে ইতোমধ্যে অবদান রাখতে শুরু করেছে। সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ সৃষ্টি এবং কম খরচে, দ্রুত সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ইনোভেশন সেলের নিবিড় তত্ত্বাবধানে মাঠপর্যায়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা ইতোমধ্যে সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান বাংলাদেশ অধিকতর সমৃদ্ধ হোক এ প্রত্যাশা রাখছি।

(মোঃ জাকির হোসেন, এমপি)

সচিব মহোদয়ের বাণী

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী-শিক্ষকগণ তাঁদের মেধা-শ্রম-আন্তরিকতার মাধ্যমে উদ্ভাবনী চর্চা করে যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়েছে; কমে এসেছে ঝরে পড়ার হার।

গতবছর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম- এর সহযোগিতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে এবছরও উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী উদ্ভাবনী ধারণা ও তথ্য-প্রযুক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগ দেশকে অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবে।

সামাজিক ইনোভেশনের আওতায় যত ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিটি উদ্যোগে রয়েছে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নতুন উদ্ভাবনের প্রয়াস। সকল সম্ভাবনাময় অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রেখে একদিকে যেমন শক্তিশালী কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, অপরদিকে কর্মরত সরকারি জনবল এবং ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। নিজেদের সম্পদ, জ্ঞান, দক্ষতা আর উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে স্বগর্বে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বিদ্যালয় গুলো।

সকলের সম্মিলিত এবং সমন্বিত উদ্যোগে শুরু হয়েছে পরিবর্তনের পথে যাত্রা। ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত তৃতীয় বারের মত প্রকাশিতব্য 'অগ্রযাত্রা ২০২০' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল এবং সার্থক হোক এ কামনা করছি।

জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালকের বাণী

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, শিখন-শেখানো কার্যাবলী ও সামগ্রিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রথমবারের মত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এতদ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় গঠিত ইনোভেশন টিমের লক্ষ্য কম খরচে দ্রুত সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণে সংশ্লিষ্টগণকে সহায়তা করা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তর পর্যায়ে ১৩ টি, মাঠপর্যায়ে মোট ১৭২ টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাঠপর্যায়ে মোট ২৩২টি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১৫টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৮টি ইনোভেশন এবং ৭৫টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা অনেকগুলোই ইতোমধ্যে প্রশংসা কুড়িয়েছে। অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অত্যন্ত সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিদ্যমান সেবাগুলোকে সহজ ও জনবান্ধব করতে বিদ্যমান পদ্ধতির ধাপসমূহ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করছে। সেবা প্রদানে বাস্তব সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, পশ্চাৎগতি, পদ্ধতিগত শূণ্যতা নির্ণয় করে সহজতর ও জনবান্ধব সেবা পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে ন্যূনতম সময়ে সেবা প্রদান, সেবাগ্রহীতার ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে, অফিস-যাতায়াতের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং সেবা প্রদানের গুণগত মান উন্নত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় অংশীজনের সম্পৃক্ততা বেড়েছে, বিদ্যালয় পরিবেশ হয়েছে আকর্ষণীয় ও শিশুবান্ধব, শিশুদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, এসএমসি সহ কমিউনিটির সক্রিয়তা বেড়েছে। পরিবর্তন শুধু পরিবেশে নয়, এসেছে অন্যান্য সূচকেও। শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার, শতভাগ পাশের সাথে সাথে জিপিএ ৫ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিবছর। উদ্ভাবনী চর্চাকে সংস্কৃতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত-করণের গতি তরান্বিত হচ্ছে।

সকলের সম্মিলিত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন, 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

মোঃ ফসিউল্লাহ্
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ইনোভেশন টিমের উদ্দেশ্যসমূহ

১. নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অধিকতর জনবান্ধব এবং সহজলভ্য করা;

২. দাপ্তরিক জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা;

৩. সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ সৃষ্টি

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম

০১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ইনোভেশন সেল

০২ অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন

০৩ আইডিয়া সংগ্রহ ও ফিডব্যাক প্রদান

০৪ আইডিয়া বাস্তবায়নে মেন্টরিং প্রদান

০৫ সফল আইডিয়ার সম্প্রসারণ

০৬ স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদান

উদ্ভাবনী চর্চা বিকাশে আমরা আছি আপনার পাশে

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ইনোভেশন টিম

জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)
ও চীফ ইনোভেশন অফিসার

জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

জনাব মনোয়ারা ইশরাত
উপসচিব (প্রশাসন-১)
ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

জনাব আছমা সুলতানা
উপসচিব (উন্নয়ন-২)
ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সিস্টেম এনালিস্ট
ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ইনোভেশন টিম

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ পরিচালক (সংস্থাপন)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আতাউর রহমান
সহকারি পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব রোখসানা হায়দার
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ ফিরোজ কবীর
গবেষণা কর্মকর্তা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব নিরঞ্জন কুমার রায়
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ জিন্নাত আলী বিশ্বাস
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব ইসমাইল হোসেন
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২০১৬-১৭ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান

২০১৬-১৭ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণা

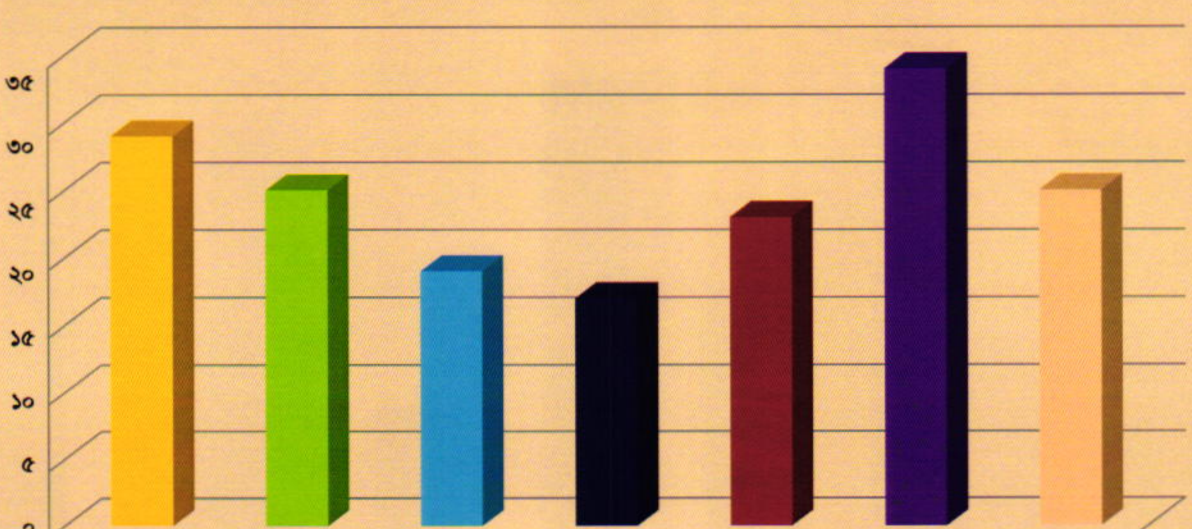

	ঢাকা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর
■ উদ্ভাবন সংখ্যা	২৯	২৫	১৯	১৭	২৩	৩৪	২৫

■ মোট উদ্ভাবন ১৭২ টি ■ সমাপ্তির শেষ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

২০১৭-১৮ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান

২০১৭-১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণা

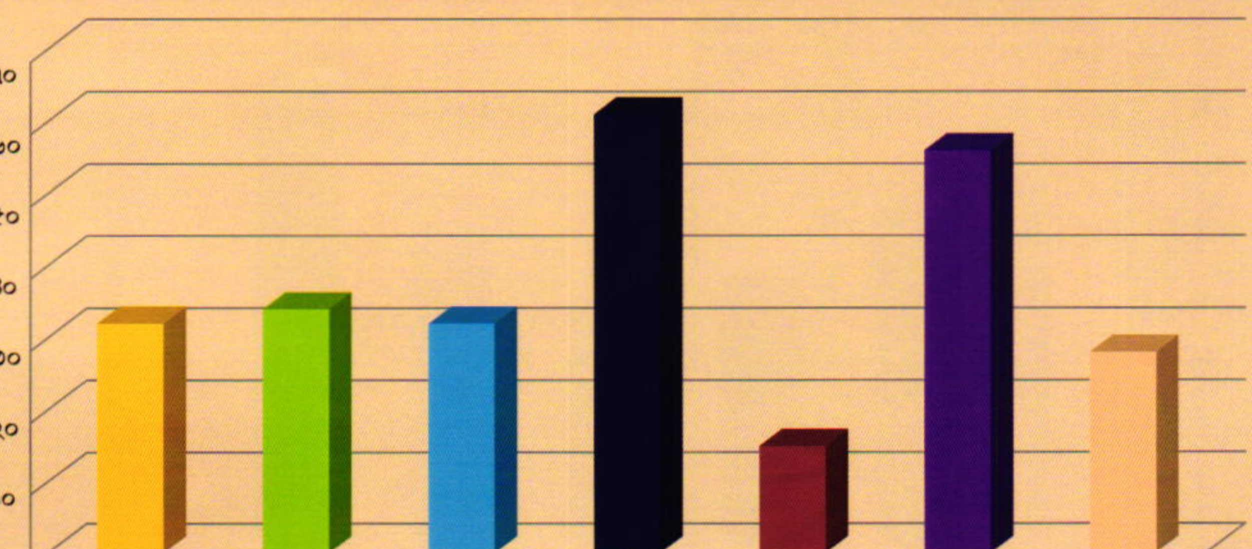

	ঢাকা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর
■ উদ্ভাবন সংখ্যা	৩২	৩৪	৩২	৬১	১৫	৫৬	২৮

■ মোট উদ্ভাবন ২৫৮ টি ■ সমাপ্তির শেষ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

২০১৯-২০ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান

২০১৯-২০ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী ধারণা

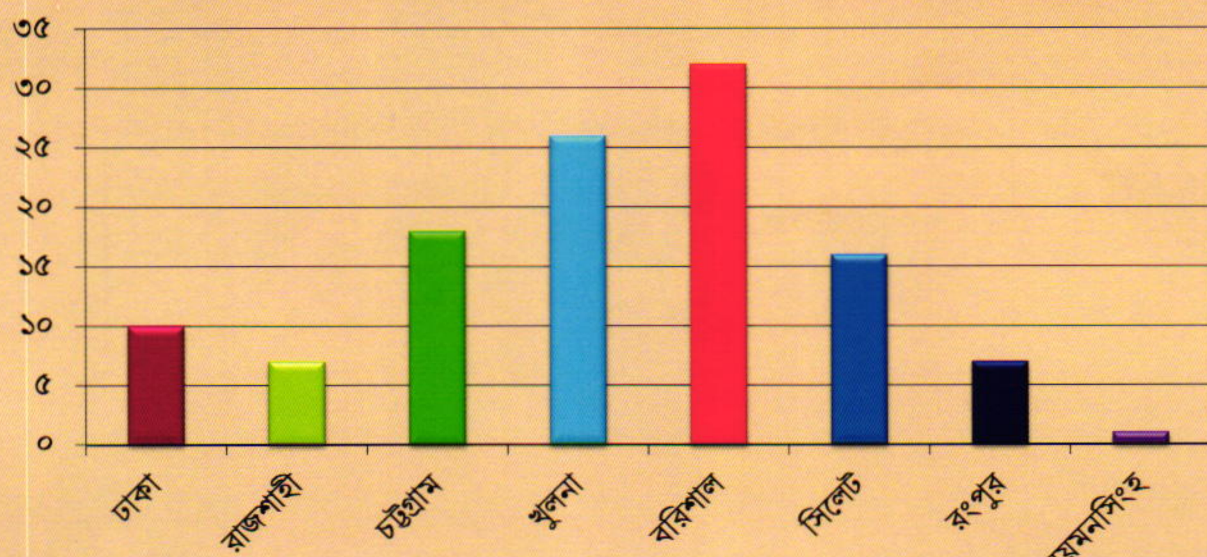

বিভাগ	ঢাকা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
উদ্ভাবন সংখ্যা	১০	৭	১৮	২৫	২৯	১৬	৭	১

■ মোট উদ্ভাবন ১১৩ টি ■ সমাপ্তির শেষ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

আপনার উদ্ভাবন আমরা করব বাস্তবায়ন...

ক্রঃনং	বিভাগের নাম	মেন্টেরের নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল নম্বর	কো-মেন্টরের নাম পদবী, ফোন নম্বর	দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা
১	রাজশাহী	জনাব মোঃ আতাউর রহমান সহকারী পরিচালক (সাধারন প্রশাসন) ০১৭১২১০৬৩৬৯ ataur.prog3@gmail.com	(১) সোনালি সরকার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ০১৭১১৯৮১৯৪০, sonalisarker71@gmail.com	বগুড়া, জয়পুরহাট রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ
			(২) জনাব তৌহিদুল ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পাবনা ০১৭১৫০৮০৬৬৯, tawhid73eo@gmail.com	পাবনা, নাটোর নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ
২	রংপুর	মোসাম্মাদ রোখসানা হায়দার শিক্ষা অফিসার, ০১৫৫২৪৫৫০৬৬ rokshanahayder@gmail.com	(১) জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, দিনাজপুর ০১৭১১৩৯৭৪৮০, adpeozaman@gmail.com	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও নীলফামারী, পঞ্চগড়
			(২) জনাব মোঃ আরশাদ আলী, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কুড়িগ্রাম, ০১৭১১০৬৭৪০০	কুড়িগ্রাম, রংপুর লালমনিরহাট, গাইবান্ধা
৩	ঢাকা	জনাব মোঃ ফিরোজ কবির গবেষণা কর্মকর্তা, ০১৭১২০৯০১৫০ firozdpe2000@gmail.com	(১) জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ, এডিপিইও, মানিকগঞ্জ ০১৭১৬৮০১১৮৬, ziauddinhmd@gmail.com	মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী
			(২) জনাব সাঈদা ইরানী, টিইও, লালবাগ, ঢাকা ০১৯২৪৯৪৬০৪৭	কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদি
৪	ময়মনসিংহ	জনাব মো: হাবিবুর রহমান শিক্ষা অফিসার, ০১৭১১২৪৫৬৬২ habib529r@gmail.com	(১) তাহমিনা খাতুন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, শেরপুর
			(২) জনাব মো: নবীর উদ্দীন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জামালপুর	জামালপুর, নেত্রকোনা
৫	চট্টগ্রাম	জনাব আজহারুল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার, ০১৭১২০৭৪৫১২ azislam1973@gmail.com	(১) তাপস কুমার পাল, শিক্ষা অফিসার, ডিডি অফিস, চট্টগ্রাম ০১৭১৬৮০৪৭২৭, ddchittagong@gmail.com	চট্টগ্রাম, কক্সাজার, রাঙ্গামাটি খগড়াছড়ি, বান্দরবান
			(২) কাজী মফিজ উদ্দিন আহমেদ, শকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিলা, ০১৭১২২২২৭২২, kazi.mafiz@gmail.com	ব্রাম্মনবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর লক্ষিপুর, নোয়াখালী, ফেনী
৬	খুলনা	জনাব মোঃ জিন্নাত আলী বিশ্বাস গবেষণা কর্মকর্তা, ০১৬৮৯১৫১৭৬০ zabiswas71@gmail.com	(১) আ ফ ম জাহিদ ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষ অফিসার, নড়াইল, ০১৫৫২৪৩৯১২৮	নড়াইল, মাগুড়া, যশোর খুলনা, বাগেরহাট
			(২) জনাব মোঃ অহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার তালা, সাতক্ষীরা, ০১৭১৫৮২০০৬	কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদাহ
৭	সিলেট	জনাব নিরাঞ্জন কুমার রায় শিক্ষা অফিসার, ০১৭১১০৬২৭৮০ niranjanroy69@gmail.com	(১) জনাব মারুফ আহমেদ চৌধুরী, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মৌলভীবাজার, ০১৭১২১৬৭৭৯৬, marufueo@gmail.com	সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার
			(২) কিশলয় চক্রবর্তী, এডিপিইও, মৌলভীবাজার	সিলেট, হবিগঞ্জ
৮	বরিশাল	জনাব ইসমাইল হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (পিইডিপি-৩ এর রাজস্বখাতের স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবিত) ০১৬১৫৫৫৫৬৫৫, ismail.dpegovbd@gmail.com	(১) জনাব মোঃ শফিউল আলম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ০১৭১৬০৩১৭১৭	বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী
			(২) সুনীল চন্দ্র দেবনাথ, সহঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিজলা বরিশাল, ০১৭১২৪৪৬০৮৩, uechizlabari@gmail.com	বরিশাল, পিরোজপুর ঝালোকাঠি

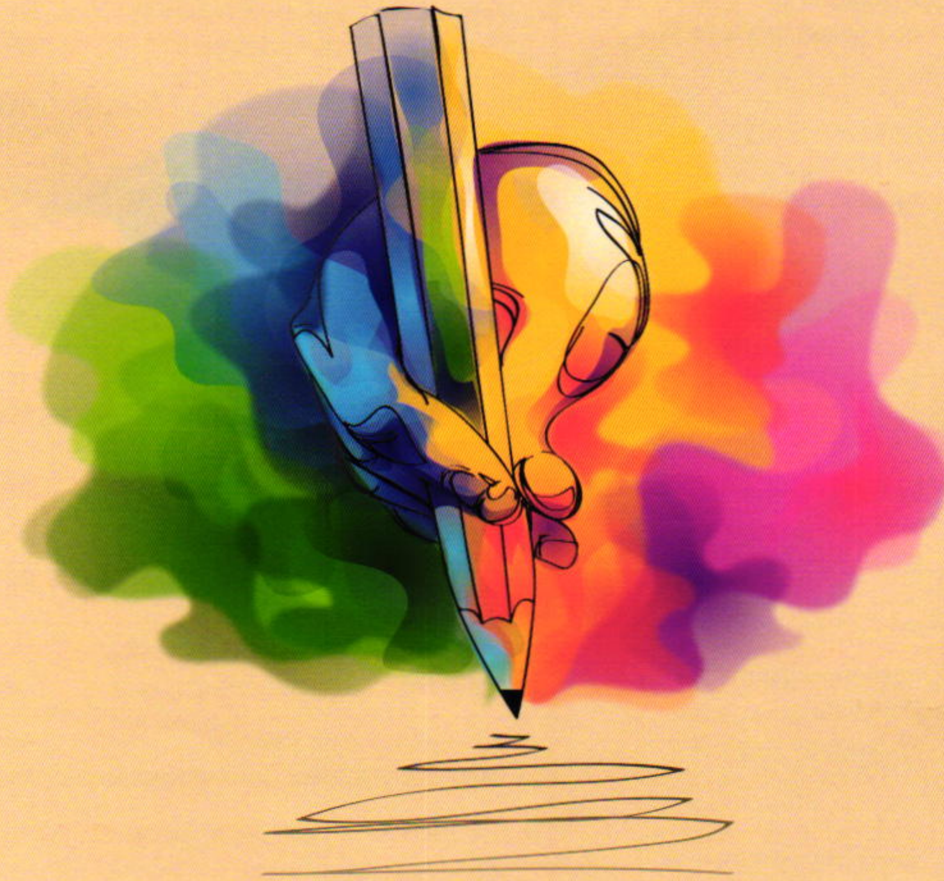

২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য ইনোভেশন ও এসআইপিসমূহ

২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য আইডিয়া সমূহ

ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়:

ক্র: নং	আইডিয়ার নাম	উদ্ভাবক
১	One Day One Word	জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২	অনলাইন বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ব্যবস্থাপনা	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩	অনলাইন স্টোর ম্যানেজম্যান্ট	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪	অনলাইনের মাধ্যমে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর ইংরেজি ভাষায় সার্টিফিকেট প্রেরণ	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫	Small Improvement Project (SIP) এর তালিকা তৈরি	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৬	অধীনস্ত দপ্তর ও সংস্থাগুলোর উদ্ভাবনী ধারণা ও উদ্যোগ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৭	অনলাইন নিউজ পোর্টাল	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর:

ক্র: নং	আইডিয়ার নাম	উদ্ভাবক
১	পারিবারিক দীক্ষাই শিশুর নৈতিক শিক্ষা	মোঃ জয়নাল আবেদীন, প্রশি, চুনঘর স্প্রাবি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
২	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কর্ণার	গনেশ কুমার পাল, প্রধান শিক্ষক, আম্বরখানা কলোনী, স্প্রাবি, সদর, সিলেট
৩	উদ্ভাবকের পাঠশালা	আহাম্মেদ আলী, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মৌলভীবাজার সদর
৪	আমার পণ	তাহমিনা আক্তার, প্রশি, বাদে ভূকশিমইল স্প্রাবি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
৫	We love English	মো: আবু তাহের, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, সাতক্ষীরা সদর
৬	Head teacher's Dairy	জীবন বিশ্বাস, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, খুলনা সদর
৭	Teacher's information portal (Offline)	মো: নজিবুর রহমান, ইন্সট্রাক্টর, খুলনা
৮	ডিজিটাল ক্লাস্টার-ইমেইল ও আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময়	সমীর কুমার দাস , এইউইও, তেরখাদা, খুলনা
৯	Distant Expert Help	মিহির হালদার, ইন্সট্রাক্টর, পিটিআই, খুলনা
১০	Register of Professional Skills Development	শেখ আবুল কালাম আজাদ, ইন্সট্রাক্টর, তেরখাদা, খুলনা
১১	অধিক সমন্বয়-উন্নত বিদ্যালয়	অহীন্দ্র কুমার মন্ডল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ
১২	লার্নিং পার্টনার	প্রকাশ কুমার মালো, প্রধান শিক্ষক, বাড়দিয়া সপ্রাবি, শিবালয়, মানিকগঞ্জ
১৩	Two week; one book	আতিয়া খাতুন, প্রধান শিক্ষক, হোগলাকান্দি সপ্রাবি
১৪	Cook food, boil water and hand wash	শারমীন সুলতানা, সহঃ শিক্ষক, বড়ইচড়া সপ্রাবি, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ
১৫	শুদ্ধাচার সংসদ	রফিকুল ইসলাম তালুকদার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, করিমগঞ্জ
১৬	ডিজিটাল চিত্রাংকন	মো: আ: লতিফ, প্রধান শিক্ষক, ফুলহারা সপ্রাবি
১৭	১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাসিক মেধায় ১ জন ও ভাল আচরণে ১ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান।	মো: কামরুজ্জামান, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, মুন্সিগঞ্জ
১৮	বন্ধুদের সাথে খেলা করি, শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি করি	মুহাম্মদ মাহবুবর রহমান, সহকারী শিক্ষক, হিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট
১৯	Today's best student of the class	
২০	অভিবাবক মেলা	মো: সাজেদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, এয়ারপোর্ট সপ্রাবি, ঈশ্বরদী, পাবনা
২১	বর্ষ জেনে বর্ষ শেখাই	মো: সাইফুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জয়পুরহাট
২২	কন্যা শিশু সুরক্ষা সেল	মো: মাসুদুল হাসান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, হাকিমপুর, দিনাজপুর
২৩	রিডিং সাপোর্ট টিম	মোছা: নাসরীন সুলতানা, প্রধান শিক্ষক, শিংপাড়া সপ্রাবি, বোদা, পঞ্চগড়
২৪	ভালো স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শ	মিনতি রানী অধিকারী, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, দিনাজপুর, সদর
২৫	স্বনির্ভর সপ্রাবি	একেএম তৈফিকুর রহমান, সহঃ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম
২৬	এসো ভালো কাজের গল্প করি	রাফেয়া আকতার হেপী, এ.এম. সপ্রাবি,হাতিয়া, নোয়াখালী
২৭	অজানাকে জানা	মো: সাইফুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, বাতাখালী সপ্রাবি, লাকসাম
২৮	Ismail's collection (software)	মো: ইসমাইল, প্রধান শিক্ষক, করাকোট সপ্রাবি, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা

২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য আইডিয়া সমূহ

ক্র: নং	আইডিয়ার নাম	উদ্ভাবক
২৯	পঠন দক্ষাতা উন্নয়রে সাবলীল পাঠক তৈরি	রাশেদা আতিক রোজী, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর
৩০	শিশুর সৃজনশীলতায় স্কুলভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ মেলা	
৩১	নতুন করে নিজেকে দেখি	মো: মতিউর রহমান, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
৩২	লেবেলড বুক বা বিগবুক তৈরী	ফরিদ আহাম্মেদ আখন্দ,ইন্সট্রাক্টর, জামালপুর
৩৩	সহজ করে পড়তে পারি, সকল বিষয় বুঝতে পারি	মুহাম্মদ রেজাউল করিম, সহঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
৩৪	দলে বসে অনুশীলন করি, শতভাগ শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করি	সায়মা সুলতানা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৩৫	ডিজিটাল বাংলাদেশে আমার ও আছে অবদান	মোসা: সাহিদা খাতুন, প্রধান শিক্ষক, ঢলুয়া, সপ্রাবি, বরগুনা সদর
৩৬	লিটল টিচার অফ দ্যা ক্লাস	অজয় কৃষ্ণ গোমস্তা, সহঃ শিক্ষক, নিয়ামতি আদর্শ সপ্রাবি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
৩৭	Refresh zone for autistic children	মো: শাহ্ আলম, প্রধান শিক্ষক, টেমার সপ্রাবি, টেমার, আগৈলঝাড়া
৩৮	Welcome of the days	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, পূর্ব চরকগাছিয়া সপ্রাবি, বরগুনা সদর

চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প

কন্যা শিশু সুরক্ষা সেল

উদ্ভাবক
মো: মাসুদুল হাসান
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
হাকিমপুর
দিনাজপুর

কন্যা শিশুর প্রতি শারীরিক, মানসিক নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে বর্তমানে বিদ্যালয় পর্যায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়ত সমস্যা বেড়ে চলেছে। এর প্রতিকার হিসেবে উপজেলার প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কন্যা শিশু সুরক্ষা সেল নামে একটি সেল থাকবে। উপজেলা পর্যায়ের সেল এর সাথে সমন্বয় করে এটি কন্যা শিশুর প্রতি যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ করবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবে। উপজেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে কন্যা শিশু সুরক্ষা সেল স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে কন্যা শিশু সুরক্ষা সেলের ফোকাল পারসন এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফোকাল পারসন কর্তৃক শিশুদের সাথে নিয়মিত সচেতনতা মূলক সভা করা হচ্ছে। উপজেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে কন্যা শিশু সুরক্ষা সেলের কার্যক্রম সম্পর্কে একাধিকবার অভিভাবক/মা সমাবেশ হয়েছে। ৩ জন শিশু নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা, থানায় সোপর্দ ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কর্নার

উদ্ভাবক
গনেশ কুমার পাল দীপু
প্রধান শিক্ষক
আম্বরখানা কলোনী
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
সদর উপজেলা
সিলেট।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে বিদ্যালয়ে সকল সরকারি/বেসরকারি বরাদ্দকৃত অর্থের বা বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক খাতের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য বিদ্যালয়ে একটি পৃথক কর্নার থাকবে। যা "স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কর্নার" বা "ট্রান্সপারেন্সি কর্নার" নামে পরিচিত। এই কর্নার বিদ্যালয়ের আর্থিক সকল খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। প্রতি অর্থবছরেই সরকার দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন খাতে আর্থিক বরাদ্দ দিয়ে থাকে। শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয়সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে এসব বরাদ্দ ব্যয় করা হয়। "স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কর্নার" এ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসেব প্রদর্শন করা হবে ফলে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে বিদ্যালয়ের প্রতি কমিউনিটির আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সিলেট মহানগরীর আম্বরখানা কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভেতর নিরাপদ ও দৃশ্যমান স্থানে একটি পৃথক 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। যা সকল স্টেক হোল্ডারদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কর্নারে রয়েছে একটি পুশপিন (৪*৩ফুট) বোর্ড ও একটি সেলফ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিটি কাজের মূল্যসহ ছবি পুশপিন বোর্ডে লাগানো রয়েছে এবং ভাউচারসহ সকল কাজের হিসাব বিবরণী ফাইল, প্রতিটি কার্যক্রমের পৃথক ক্যাশবুক, স্টক রেজিস্টার, তহবিল রেজিস্টার, পরীক্ষার ফি ও কাব ফি সংক্রান্ত রেজিস্টার ইত্যাদি রয়েছে সেলফ/ফাইল কেবিনেটে। ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছরের সচিত্র কাজের ফোল্ডার তৈরি করে একটি পেনড্রাইভ ও ফাইল কেবিনেটে রাখা হয়েছে।

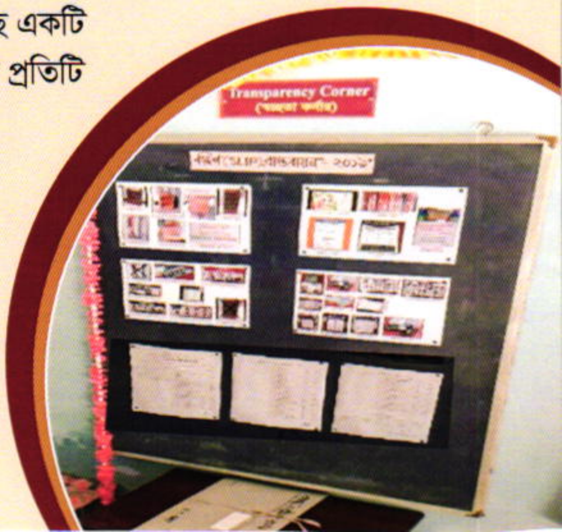

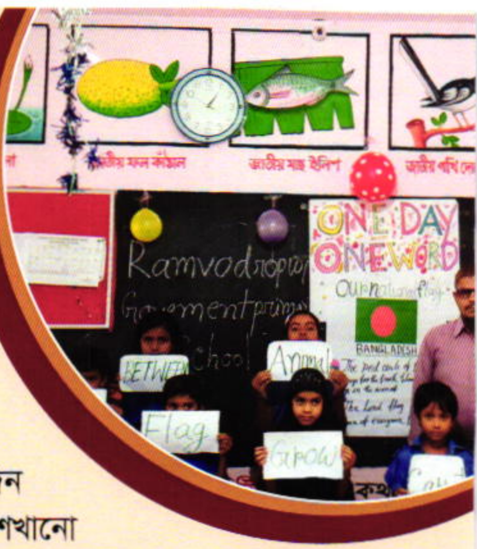

জাতীয় পর্যায়ে স্কেলআপকৃত উদ্ভাবন

One Day One Word

জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রত্যেক শ্রেণিতে শ্রেণি উপযোগী ইংরেজি এবং বাংলা শব্দের একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে। এই তালিকাকে বেইজ ধরে বছরের শুরু থেকে শ্রেণিভিত্তিক শিশুদের প্রতিদিন একটি করে বাংলা এবং একটি করে ইংরেজি শব্দ অর্থসহ শেখানো হচ্ছে। সপ্তাহের শেষ কর্ম দিবসে প্রত্যেক শ্রেণির শিশুরা কতটুকু অর্জন করতে পারলে তা যাচাই করা হচ্ছে। যাচাই প্রক্রিয়ায় কোন ঘাটতি দেখা দিলে সে অনুযায়ী নিরাময় মূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রতিমাসের শেষ কর্মদিবসে নির্ধারিত ছকে উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসে এ সংক্রান্ত একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। এ আইডিয়াটি বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ফলে প্রায় ৬৫৬২০টি বিদ্যালয়ের ২ কোটির উর্ধ্বে শিশুরা উপকৃত হচ্ছে।

আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন

মোবাইল মাসী (বিদ্যালয় বন্ধু)

মোঃ জয়নাল আবেদীন
প্রধান শিক্ষক, চুনঘর সপ্রাবি
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
(সিলেট বিভাগ)

মোবাইল মাসী বা বিদ্যালয় বন্ধু হচ্ছে বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকার কিছু উদ্যমী মহিলা অভিভাবক। যাদের কাজ হচ্ছে বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার অনুপস্থিত অথবা ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা। এই ক্ষেত্রে মোবাইল মাসীরা শিক্ষক ও অভিভাবকের মাঝে সেতু বন্ধন হিসাবে কাজ করে থাকেন।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শিক্ষকদের সহিত তাহারা নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকেন। প্রথমে বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকাকে বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে এক একটি গুচ্ছ এরিয়া তৈরি করে প্রতিটি গুচ্ছে একজন করে মোবাইল মাসীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক একটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৮- ১০ জন মোবাইল মাসী নির্বাচন করা যেতে পারে। মোবাইল মাসী নির্বাচনের বেলায় যে সকল মহিলাদের নিজস্ব মোবাইল ফোন আছে তাদের কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। যখন কোন শিক্ষার্থী ২-৩ দিনের বেশি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে, তখন শ্রেণি শিক্ষক সেই ক্যাচমেন্ট এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত মোবাইল মাসীকে বিষয়টি অবহিত করেন। মোবাইল মাসীরা তাৎক্ষণিক সেই শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করে অনুপস্থিতির সঠিক কারণ জেনে শিক্ষককে অবহিত করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সহিত মোবাইল মাসীর মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এই ইনোভেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিভাবকের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করা যায় বলে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাকৃত ভাবে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলে বিদ্যালয়ের উপস্থিতি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধ করা যায়।

থিম বেইজড ক্লাশরুম (বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস)

মোঃ শাহ্ আলম
প্রধান শিক্ষক
টেমার সপ্রবি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
(বরিশাল বিভাগ)

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-এই থিমের আলোকে বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণি কক্ষ প্রাসঙ্গিক ছবি ও বর্ণনা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যেখানে প্রবেশ করে যে কেউ বাঙ্গালীর মুক্তির সংগ্রামের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। শ্রেণি কক্ষটিকে ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতনের পর বাঙ্গালীরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যে সকল সংগ্রাম করেছিলো তার আলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। তিতুমীরের বাঁশেরকেলা, মঙ্গল পান্ডের সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরামের স্বদেশী আন্দোলন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা, ১৯৪৯ আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (বর্তমান আওয়ামী লীগ), ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চ কাল রাত এবং অপারেশন সার্চ লাইট, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা, মুজিবনগর সরকার গঠন, ১৯৭১ সালে জুলাই মাসে আতাউল গণী ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে মুক্তিবাহিনী গঠন এবং ১১ টি সেক্টরে দেশকে বিভাজিত করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা, পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা, পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় এবং নিয়াজির, জগদীশ সিং ও এ কে খোন্দকার এর নিকট আর্ত্মসমর্পন এর ছবি ও ক্যাপশন দিয়ে বিদ্যালয়ের একটি কক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাঙ্গালীর শত শত বছরের পরাধীনতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদান শিক্ষার্থীরা এক নজরেই বুঝতে পারবে। ক্লাশটি মাল্টিমিডিয়া। এখানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা ও ডকুমেন্টরি শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়।

The Student of the day স্থাপন

উদ্ভাবক
মোঃ আশরাফুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক
আল্লারদর্গা সপ্রাবি
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
(খুলনা বিভাগ)

বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষের সামনে এ্রযব ঝঃঁফবহঃ ড়ভ ঃযব ফধু স্থাপন করার জন্য নিয়ম ও উদ্দেশ্যা বলী বোর্ড লাগিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রথমতঃ ৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী নিয়ে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্তৃক এ ইনোভেশন পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিদিনের সার্বিক ভালো দিকগুলোর প্রতি খেয়াল রেখে উল্লেখিত তিন শ্রেণির একজন করে শিক্ষার্থী বাছাই করে ঐ দিনের এ্রযব ঝঃঁফবহঃ ড়ভ ঃযব ফধু নির্ধারণ করার ব্যবস্থা আছে। সকল শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, পড়াশোনার বিষয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্কুল ড্রেস, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভালো দিকগুলো অর্জন, খারাপ দিকগুলো বর্জন, শিক্ষকের নির্দেশনা মেনে চলা, ভদ্রতা বজায় রাখা, দুষ্টামি পরিহার করা, গ্রুপ ওয়ার্ক, শ্রেণিতে সার্বক্ষনিক মনোযোগী হওয়া, দৈনিক সমাবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব করা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখেই দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিদিন তিনজন শিক্ষার্থী বাছাই করছেন এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছেন। বাছাইকৃত শিক্ষার্থীর নাম এ্রযব ঝঃঁফবহঃ ড়ভ ঃযব ফধু এর নির্ধারিত স্থানে ছুটির সময় শিক্ষক লিখে রাখছেন এবং বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে রেকর্ড রাখার জন্য রেজিষ্টারে লিখে সংরক্ষণ করছেন।

Kids Creative Class

উদ্ভাবক
মুনিরা ইয়াছমিন
সহকারি শিক্ষক
মোহাম্মদীয়া সপ্রাবি
বন্দর চট্টগ্রাম
(চট্টগ্রাম বিভাগ)

শিশুরা কল্পনাপ্রবণ। তাদের এই অসীম কৌতুহল। সৃষ্টিশীল কর্মোদ্দম, অফুরন্ত আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে সৃজনশীল কার্যে অন্তর্ভুক্ত করাই মূলত Kids Creative Class এর লক্ষ্য । এ কার্যক্রমের শতভাগ আনয়নের জন্য প্রচলিত গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে Kids Creative Class শিশুদের লেখাপড়া সহ অন্যান্য সহায়ক কাজ করতে আরো বেশি আগ্রহী করে তুলবে বলে প্রত্যাশা।

প্রচলিত শিখন শিখানোর কার্যক্রমের অসুবিধা সমূহ ঃ যেহেতু আমাদের বিদ্যালয়ের শিশুরা বেশিরভাগই অনেক নিম্ন পরিবার থেকে আসে সে ক্ষেত্রে তাদের পরিবারে বিনোদনের সুযোগ খুবই কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্যের বাড়িতে কাজ করে এসে তারপর স্কুলে আসে এবং বেশিরভাগ সময়ই পড়ালেখায় মনোযোগ থাকেনা। শ্রেণিতে হৈ চৈ করে এবং যথা সময়ে পাঠও শেষ করতে পারে না । মূলত এই সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই Kids Creative Class পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করি । যাতে শিক্ষার্থীরা লেখা পড়ার একঘেয়েমি ভাব কাটিয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সৃজনশীলতা বিকাশ, স্বর্নিভর ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ।

এই ক্লাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ ঃ

এই ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা, সৃজনশীলতা বিরাজমানতা সাধনের সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান উন্নত হবে, বিদ্যালয়ের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাবে। যেহেতু Kids Creative Classটি মূলত আমাদের হাতের কাছে যে সকল প্রাকৃতিক উপকরন ঃ যেমন গাছের পাতা , কাগজ, ফেলনা জিনিস, সহজ লভ্য ও স্বল্প মূল্যের উপায় উপকরণ ব্যবহার করে পরিচালনা করা হয় সেহেতু এই ক্লাসটি যে কেউ যে কোন সুবিধা জনক সময়ে পরিচালনা করতে পারে। যদিও আমি ক্লাসটি সপ্তাহে ১ দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে বিদ্যালয়ে প্রতিটি ক্লাসে ৩০মিনিট করে পরিচালনা করে থাকি।

যেহেতু এই ক্লাসটি পরিচালনায় বিশেষ বাড়তি কোন আর্থিক খরচের প্রয়োজন পড়ে না ও সময় সাপেক্ষ নয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস বানানো শিখে আনন্দ পায় এবং কিছু ক্ষেত্রে কেউ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। Kids Creative Class থেকে বিভিন্ন কাগজ প্লাসটিকের বোতল, পাতা, টিস্যু থলে দিয়ে বানানো বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাস সমূহ সাজায় তাদের বাড়ির দেয়াল তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ বানিয়ে তারা খুবই আনন্দ পায় , তারা স্বর্নিভর হয় আত্মবিশ্বাস বাড়ে, স্কুলে উপস্থিতির হার বাড়ে।

শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা

সরকার মো: রিয়াজুল ইসলাম
সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(রাজশাহী বিভাগ)

বর্তমান বিশ্বে সর্বত্রই নৈতিকতার চরম অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। খবরের কাগজ, টেলিভিশন, ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকান্ডের খবরে আমাদের মানবিক হৃদয় ব্যথিত হয়। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া নুসরাত হত্যা সহ বিভিন্ন ধরনের খুন, ধর্ষণ এর খবরগুলি নৈতিক শিক্ষার অভাবকে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ কারণে শিশুকাল হতেই শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা অত্যন্ত জরুরী। এরই প্রেক্ষাপটে ইনোভেশন আইডিয়া "শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার" ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী।

Home Page

অনলাইন পাঠটীকা

মোঃ অকিল হোসেন
সহকারী শিক্ষক
রহমতগঞ্জ সপ্রাবি, লালবাগ
(ঢাকা বিভাগ)

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ক্লাসের সকল শিক্ষককে হাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠটিকা লিখতে হয়। প্রায় বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বিরতিহীনভাবে একাধিক ক্লাস নিতে হয়। ফলে প্রতিটিপ ক্লাসের পাঠটীকা তৈরী করা সম্ভব হয়না বা তৈরি করতে আগ্রহ থাকেনা। আবার ম্যানুয়ালী হওয়ায় একজন শিক্ষকের ভালমানের পাঠটিকা অপরজন বিভিন্ন কারণে শেয়ার করতে পারেনা।

- বাড়ীতে বা যে কোন স্থানে বসে করতে পারবে বলে সময় নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ক্লাসের সময়ও করতে হবেনা।
- যেহেতু অনলাইনভিত্তিক, যেহেতু পাঠটীকা রেজিস্টার, কলম ইত্যাদির জন্য কোন ধরনের খরচ করতে হবেনা।
- এই উদ্ভাবনীটি মূলত সময়, খরচ উভয়ই হ্রাস করবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ হবে।
- সকল শিক্ষক (Mobile App/Online Software) এর মাধ্যমে যে কোন পাঠটীকা তৈরি করতে পারবে।
- যে কোন সময় (বিদ্যালয় সময়/অন্য যে কোন সময়) এই Mobile App/Online Software এর মাধ্যমে পাঠটীকা তৈরি করতে পারবে।
- একবার তৈরি হলে Offline (Internet লাগবে না) এ এই অনলাইন পাঠটীকা ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস নিতে পারবে।
- ভালমানের পাঠটীকা একজন অপরজনের সাথে শেয়ার করতে পারবে।
- Mobile App/Online Software ভিত্তিক হওয়ায় পাঠটীকা তৈরিতে আগ্রহ বাড়াবে।
- শিক্ষকের সঠিক এবং যথোপযুক্ত পাঠটীকা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

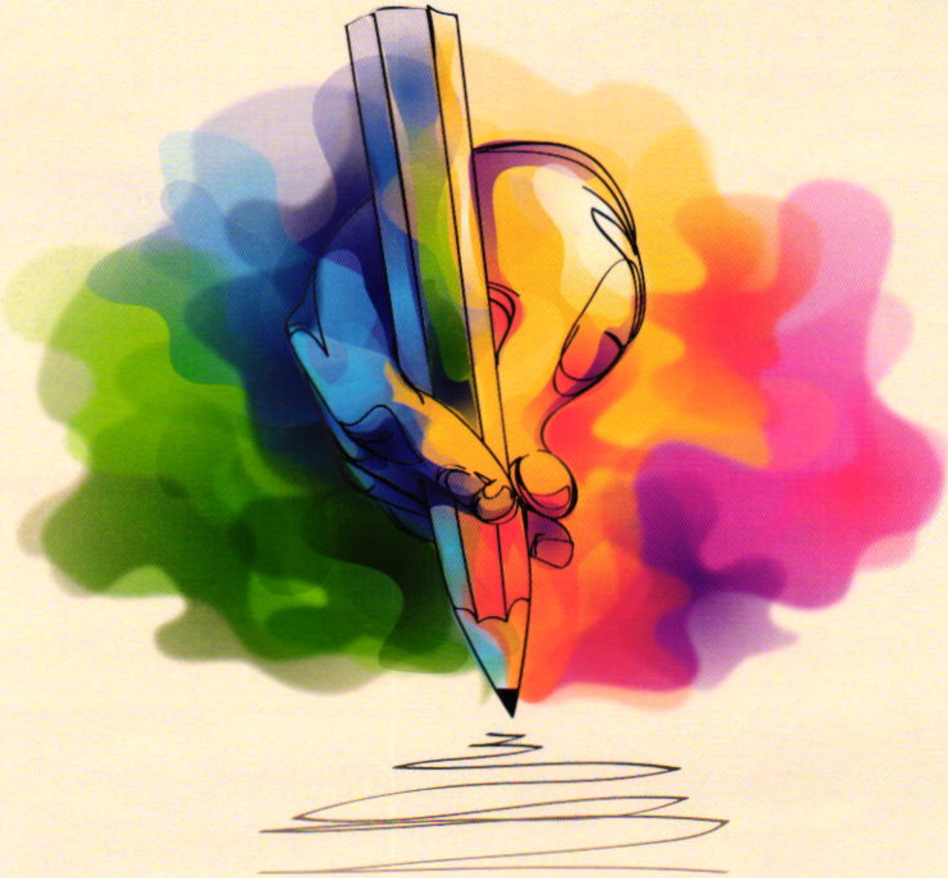

২০১৯-২০ অর্থবছরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

সেবার নাম ঃ বহিঃবাংলাদেশ ছুটি

প্রসেস ম্যাপঃ বহিঃবাংলাদেশ ছুটি সহজীকরণ

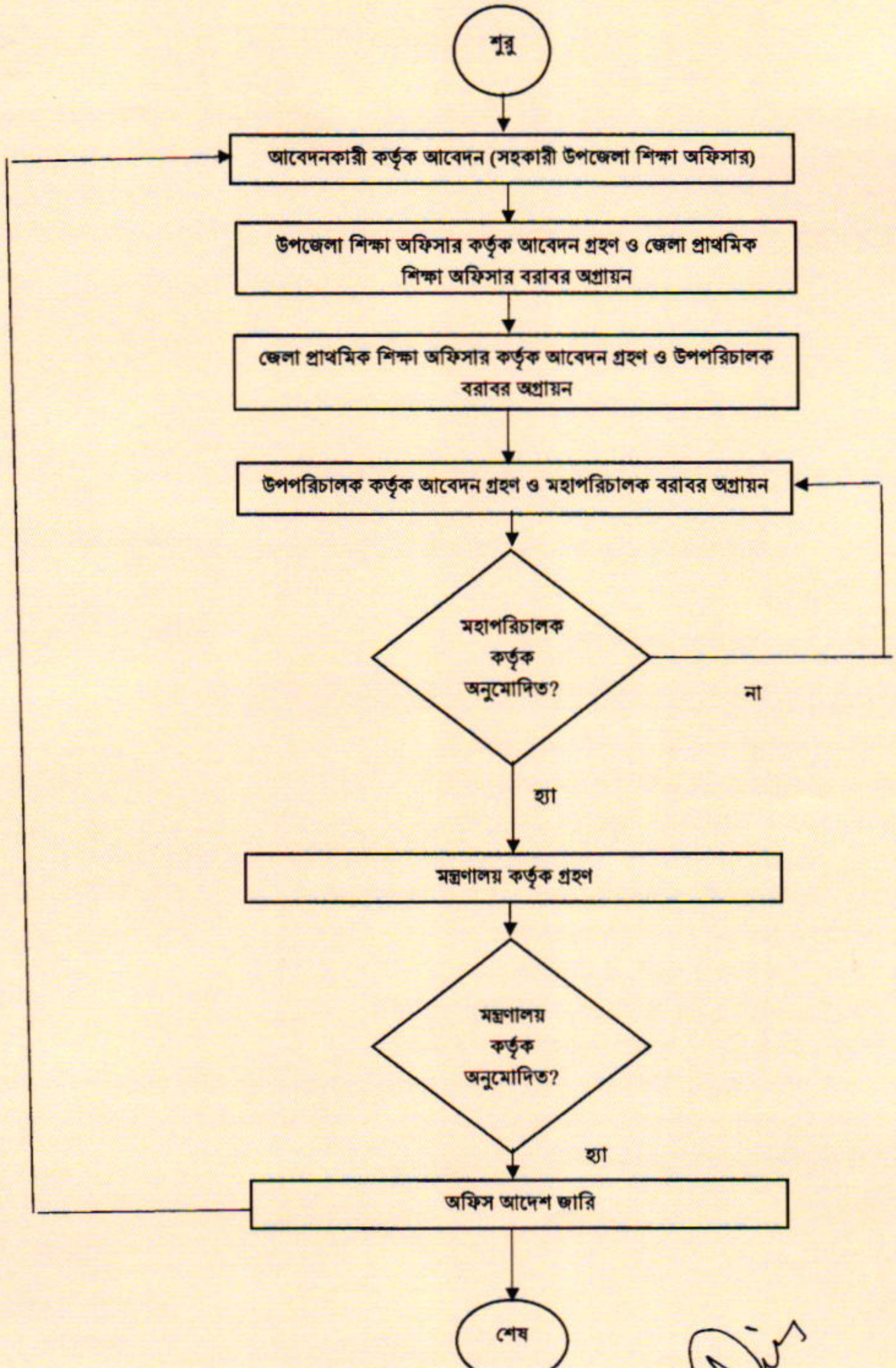

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০৩৩.৯৯.০০৩.১৬(অংশ-৩)-৩৩

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪২৬ / ১৬ মার্চ ২০২০

অফিস আদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার আলোকে সেবা সহজিকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mopme.gov.bd) অনলাইন "বহি:বাংলাদেশ ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম" আপলোড করা হয়েছিল এবং পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরামর্শক্রমে সফটওয়ারটি আপডেট করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারটি মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৬/০৩/২০২০
(মনোয়ারা ইশরাত)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৪৪৯০

স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০৩৩.৯৯.০০৩.১৬(অংশ-৩)-৩৩

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪২৬ / ১৬ মার্চ ২০২০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ।
৬. যুগ্মসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭. উপসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১০. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), প্রোগ্রামার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১১. সহকারী সচিব (সকল)/পরিসংখ্যান কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/লাইব্রেরিয়ান/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১২. অফিস কপি।

১৬/০৩/২০২০
(মনোয়ারা ইশরাত)
উপসচিব

সেবার নাম ঃ নন গেজেটেড কর্মচারীদের চিকিৎসা ছুটি

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ: (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নন গেজেটেড কর্মচারীদের চিকিৎসা ছুটি সহজিকরণ)

বিদ্যমান পদ্ধতি

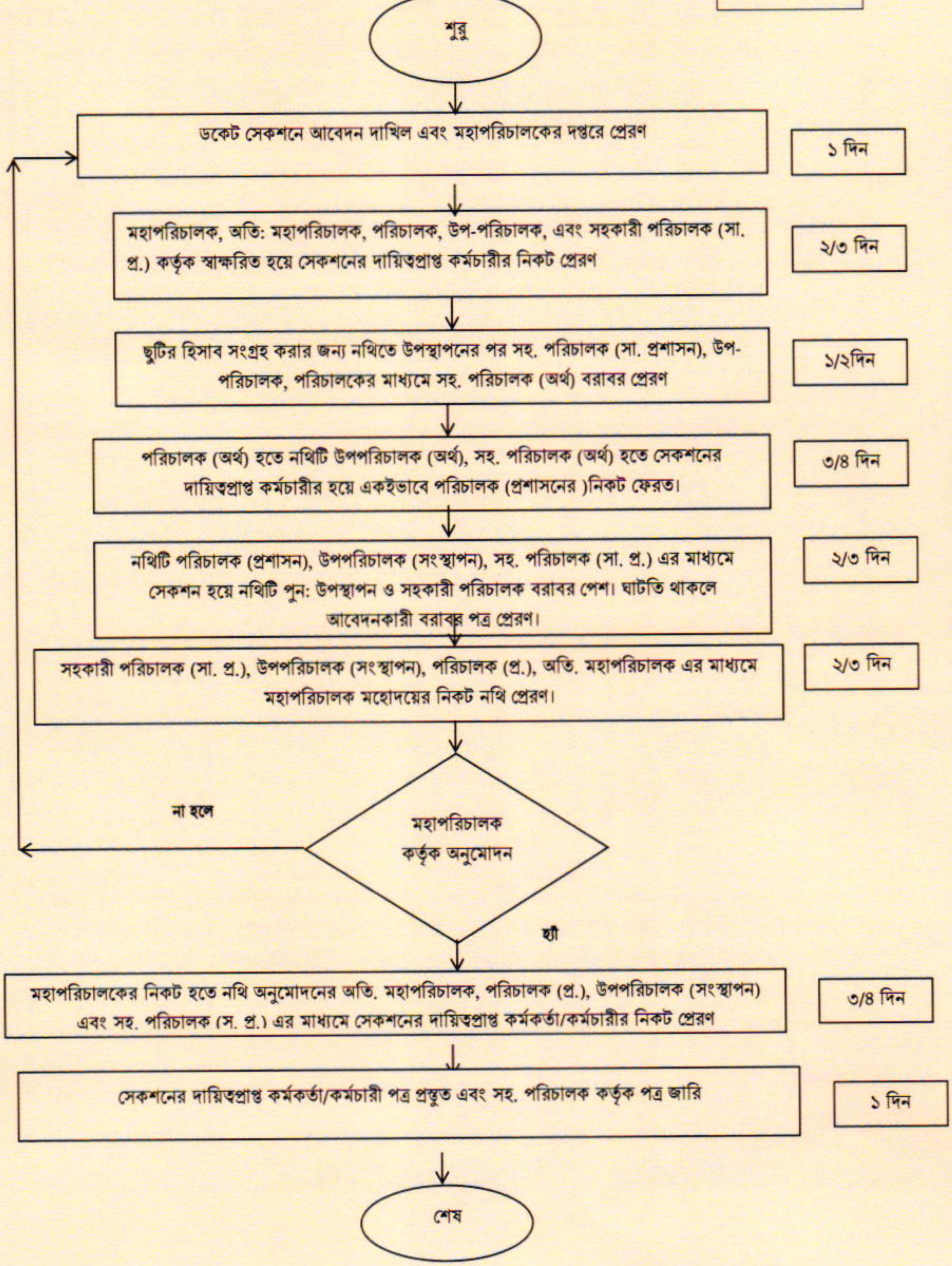

প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ : (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নন গেজেটেড কর্মচারীদের চিকিৎসা ছুটি সহজিকরণ):